# পরিবেশ সংরক্ষণ, দক্ষতা ও উন্নয়ন

## পরিবেশবান্ধব তাঁত পণ্য উৎপাদন

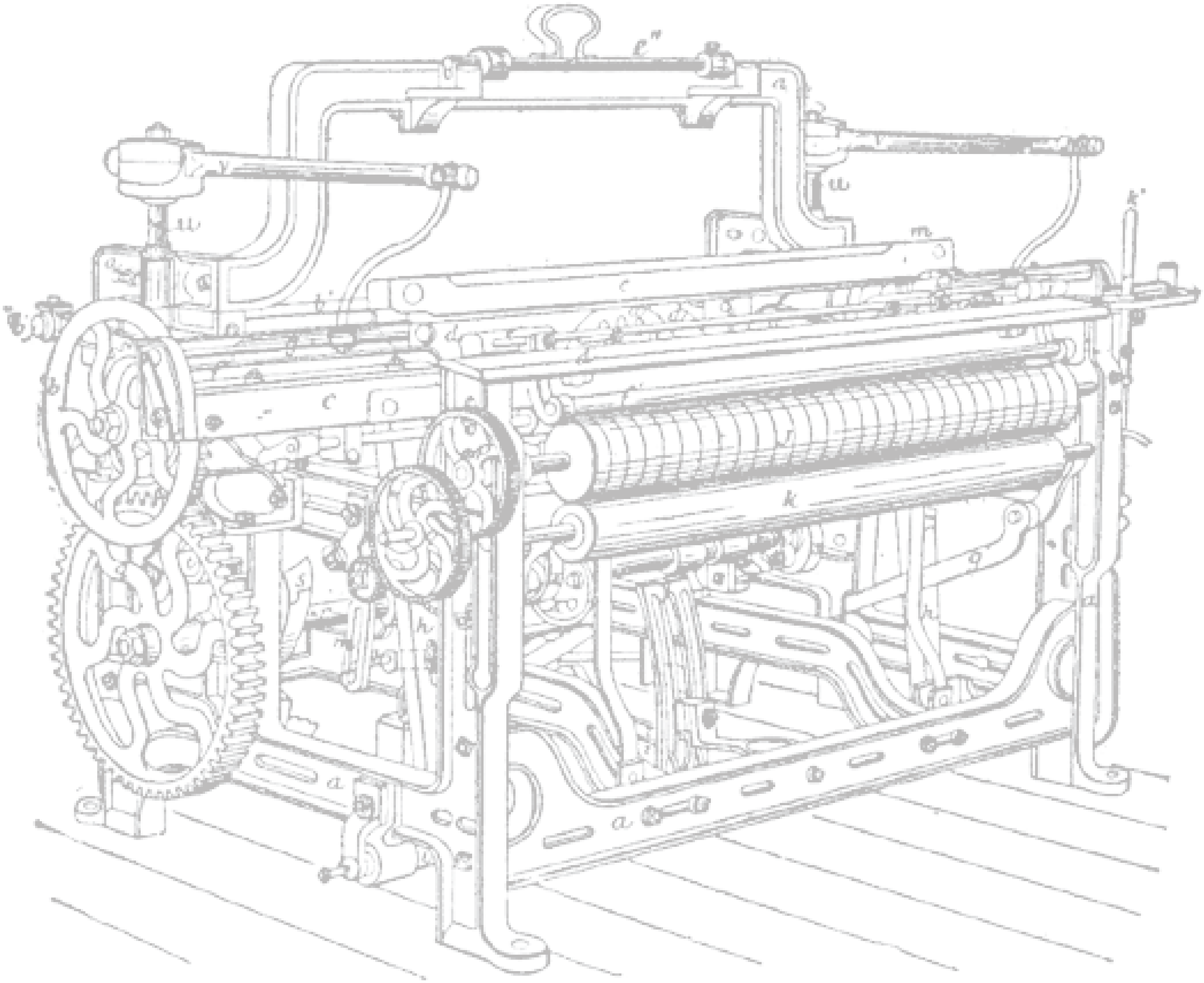

# পরিবেশ সংরক্ষণ দক্ষতা ও উন্নয়ন

## পরিবেশবান্ধব তাঁত পণ্য উৎপাদন

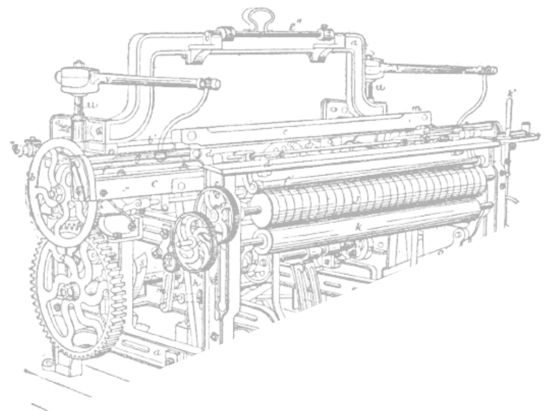

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

NDP

# টেকসই উন্নয়নে
# সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমূহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প।

**সহযোগিতায়ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্বব্যাংক**

**বাস্তবায়নেঃ ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)**

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমূহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প

eBoshon

eBoshon

A COMMON BRAND OF SIRAJGANJ

www.eboshon.com

**উপদেশক:**
মো. আলাউদ্দিন খান, নির্বাহী পরিচালক, এনডিপি
মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ঋণ সহায়তা কর্মসূচি), এনডিপি

**সম্পাদক:**
মো. আশরাফুজ্জামান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এসইপি (তাঁত) প্রকল্প
মো.সাখাওয়াত হোসেন, টেকনিক্যাল অফিসার (এন্টারপ্রাইজ কাম ব্র্যান্ডিং ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট) এসইপি (তাঁত)

**সম্পাদনা পর্ষদ:**
আতিকুর রহমান স্বাধীন, ব্যবস্থাপক, রিসার্চ এন্ড ডকুমেন্টেশন বিভাগ, এনডিপি
মো.মুস্তাফিজুর রহমান, পরিবেশ কর্মকর্তা, এসইপি (তাঁত)
সুকান্ত গোলদার, ফাইন্যান্স এন্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার, এসইপি (তাঁত)
আশিক আহমেদ, রিপোর্টিং এন্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার, এসইপি (তাঁত)

**আলোক চিত্র:** মো. জানাফার ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক, রিসার্চ এন্ড ডকুমেন্টেশন বিভাগ, এনডিপি

**ডিজাইন ও মুদ্রণ :** ডিজিটাল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং

**প্রকাশকাল :** নভেম্বর ২০২৩

**দায়মুক্তি:**
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় প্রকাশনাটি পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছে। এই প্রকাশনায় প্রকাশিত মতামতগুলো, প্রকাশক মাঠ পর্যায়ে থেকে প্রাপ্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই প্রকাশনাটি অন্য কোন সংগঠন বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নীতিমালার প্রতিফলন নয়।

**প্রকাশনায়:** ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ঈ

**সার্বিক সহযোগিতায় :** প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, এসইপি, পিকেএসএফ



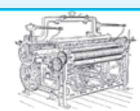

# সূচিপত্র


১.০ প্রাক কথন ০১
২.০ প্রকল্প সারসংক্ষেপ (এসইপি) ০২
৩.০ উপ-প্রকল্পের বিবরণ
৩.১ পটভূমি/ প্রেক্ষাপট
৩.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৩.৩ এক নজরে উপ-প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী
৪.০ উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম ও সেবাসমূহের বিবরণ
৪.১ প্রকল্প কার্যক্রম
৫.০ প্রকল্পের সাফল্য (সাকসেস স্টোরি)
৬.০ মিডিয়া কাভারেজ
৭.০ ফটো গ্যালারি

## ১.০ প্রাক কথন :

তাঁত কুঞ্জ খ্যাত সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প বস্ত্র খাতে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষির পরে তাঁতই বৃহত্তম গ্রামীণ অর্থনৈতিক খাত। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এই তাঁত শিল্পে প্রথাগত উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাত ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার কারণে তাঁতীরা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে। তাঁত শিল্প একটি বহু মাত্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং সুতা হতে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়েই কোন না কোন উপায়ে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সিরাজগঞ্জের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় শব্দ, মাটি, পানি ও বায়ূ দূষণ একটি সাধারণ ঘটনা। সংশ্লিষ্ট তাঁত উদ্যোক্তাগণ দূষণ ও বিদ্যমান আইন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন ফলে তাঁত অধ্যুষিত এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ মারত্মক হুমকির সম্মুখীন। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ ও বেলকুচি উপজেলায় পিকেএসএফ'র মূল সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি'র) আওতায় ''সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমূহ বিবেচনায় রেখে গুণগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প”- শীর্ষক একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এনডিপি; স্থানীয় প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সহায়তায় কারখানা ও তার চারপাশের পরিবেশ উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলণের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন ও তা প্রিমিয়াম মার্কেটে বিক্রির মাধ্যমে উদ্যোক্তার উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছে। ইতোঃমধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১০০০ প্রত্যক্ষ তাঁত উদ্যোক্তার পরিবেশ ও ব্যবসায়িক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা, মিনি-ইটিপি সহ বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ড, কমন স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন, কাঁচারাস্তা উঁচুকরণ, প্রযুক্তি স্থানান্তরের মতো কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার প্রায় ৫০,০০০ জনসাধারণ কোন না কোন উপায়ে উপকৃত হয়েছে। করোনা মহামারীর মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেও প্রকল্পের আওতায় সকল কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়ন শেষ হয়েছে। তাই এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নকৃত কর্মকান্ডসমূহের প্রভাব ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা ও ভবিষ্যতে এখাতের উন্নয়নে যে কোন প্রকল্প গ্রহণের একটি সহায়িকা হিসেবে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে।



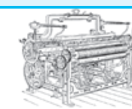

## ২.০ প্রকল্প সারসংক্ষেপ (এসইপি)

বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য বিধান করা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আর এজন্য বিশ্বব্যাপী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গ্রীন টেকনোলোজির ব্যবহারে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিশ্বের বড় বড় শিল্প গোষ্ঠী এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন-জলচ্ছাশ, ঘূর্ণি ঝড়, বন্যা, লবনাক্ততা, উত্তরাঞ্চলের মরুকরণ প্রক্রিয়ার মত দূর্যোগের মারাত্মক হুমকীর মুখে আছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও উদ্যোক্তাদের অবদান অপরিসীম। উল্লিখিত প্রাকৃতিক দূর্যোগসমূহ দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে ফলে এসমস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে চলমান রাখা উন্নয়নবিদদেরকে নতুন করে ভাবাচ্ছে। আর এ জন্যদেশের ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ছোট আকারের উদ্যোগগুলিতে উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, এদের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরীতে সহযোগিতার পাশাপাশি পরিবেশগত টেকসহিতা অর্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পটি কৃষি এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসাগুচ্ছসমূহের উন্নয়নে কাজ করেছে। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবেশেগতভাবে তীব্র ঝুঁকিগ্রস্থ এলাকাগুলোতে কাজ করার ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছে। এই প্রকল্পটির জন্য ৩০টি সাব-সেক্টর নির্বাচন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত ৩০টি জেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ৬০,০০০ ক্ষুদ্র-উদ্যোগে আর্থিক এবং অনার্থিক বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে। ইতমধ্যে, এ প্রকল্পটি পরিবেশগতভাবে টেকসই ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ছোট আকারের উদ্যোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি দিশারী প্রকল্প হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।



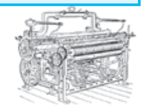

## ৩.০ সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমুহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প'র বিবরণ:

**প্রকল্পের প্রেক্ষাপট :**

ব্যবসাগুচ্ছ ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিবেশের স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)" বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল, ব্যবসাগুচ্ছ ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিতে পরিবেশসম্মত টেকসই চর্চা বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরীতে সহযোগিতার পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প স্থানীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সত্ত্বেও নানা প্রতিবন্ধকতায় এই শিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন সমস্যায় পতিত হন। তাঁত একটি বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। তাঁত পণ্যের ভ্যালুচেইনে বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল সরবরাহকারীসহ উৎপাদনের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত বহু ভ্যালুচেইন অ্যাক্টর সক্রিয়। উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু থেকে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত বহু ধাপ অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের প্রতিটি ধাপেই পরিবেশ দূষণ হওয়ায় তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় পরিবেশ বিপর্যয় পরিস্থিতি বিদ্যমান যা মানব দেহে নানা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে। এছাড়া প্রথাগত উৎপাদন ব্যবস্থা ও গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বৈচিত্র্যময় পণ্যউৎপাদনের সক্ষমতা ও উন্নত প্রযুক্তির মেশিনারিজ স্থাপনের আর্থিক ও কারিগরী সক্ষমতা কম থাকায় অনেক সময় মান সম্মত ও বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না।এসব কারণ ও আধুনিক ব্যবসায়িক ধ্যান-ধারণায় ব্যবসা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়ায় শতাব্দী ব্যাপী ঐতিহ্যের তাঁতের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড সিরাজগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে ব্যবসায়িকভাবে তাঁতীরা ক্ষতিগ্রস্থ হন। এই সমস্ত সঙ্কট উত্তরণে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা "ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)" "তাঁত"

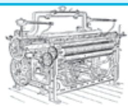

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড (সাব-সেক্টর) এর আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার সদর, কামারখন্দ ও বেলকুচি উপজেলায় "সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমুহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।"-শীর্ষক উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

## ৩.২ উপ- প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal):

প্রকল্প এলাকায় তাঁত উদ্যোগসমূহে পরিবেশবান্ধব টেকসই অনুশীলন বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁত কারখানাগুলোকে পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই ব্যবসায়িক উদ্যোগে রুপান্তরিত করা।

## ৩.৩ উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Objectives):

১. আধুনিক প্রযুক্তি এবং আধুনিক নকশা প্রবর্তন করে পণ্যের গুণগতমান উন্নত করে বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশগত ও ব্যবসায়িক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।

২. তাঁত উদ্যোগের কারণে সৃষ্ট পানি, শব্দ, ও মাটি দূষণ কমিয়ে পরিবেশগত বিপদাপন্নতা কমানো ।

৩. কর্ম এলাকায় অর্ধ স্বয়ংক্রিয় বা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় তাঁতের সম্প্রসারণ করা।

৪. প্রকল্প এলাকার তাঁত উদ্যোক্তাদের তাঁত পণ্য উৎপাদনে পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা করা।

৫. প্রকল্প এলাকার তাঁত উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যকে ইকো-লেবেলিং করার জন্য সচেতন করা যাতে করে উৎপাদিত পণ্য প্রিমিয়াম মার্কেটে প্রবেশ করতে পারে এবং পণ্যের একটি সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ড বিকশিত হয়।

৬. প্রকল্প এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কারিগরি জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।



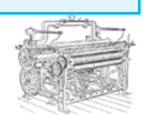

## কর্ম এলাকা ঃ

সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ ও বেলকুচি উপজেলার এনডিপি কর্ম এলাকা যা এনডিপি'র ০৮টি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকার মানচিত্র

## উপকারভোগী সারণী ঃ

| উপকারভোগীর ধরণ | নারী | পুরুষ মোট | মোট |
|---|---|---|---|
| প্রত্যক্ষ উপকারভোগী | ৬০০ | ৪০০ | ১,০০০ |
| পরোক্ষ উপকারভোগী | ৩,৮৪২ | ২,৫৫৮ | ৬,৪০০ |

## প্রকল্প উপাদান ঃ ২ টি

**উপাদান-১:** সেবাসমূহ উন্নতকরণ ও সিস্টেম সক্রিয়করণ।

**উপাদান-২:** পরিবেশবান্ধব ও স্থিতিশীল উদ্যোগসমূহের জন্য অর্থের যোগান শক্তিশালীকরণ।

## ৪.০ এক নজরে উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম ও সেবাসমূহ:

**উপাদান-১: সেবাসমূহ উন্নতকরণ ও সিস্টেম সক্রিয়করণ এর আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকান্ডসমূহ**

**রাজস্ব আয় বহির্ভূত কর্মকান্ডসমূহ:** তাঁত অধ্যুষিত এলাকার তাঁত সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্থ করা, তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ইটিপি ও পিট স্থাপন, আদর্শ কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করণ ও পণ্যের প্রচার-প্রসারে বিল বোর্ড স্থাপনের মতো অ-লাভজনক কিন্তু ব্যবসা পরিচালনা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড। এ সমস্ত কর্মকান্ড বাস্তবায়নে প্রকল্প, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। রাজস্ব আয় বহির্ভূত কর্মকান্ডসমূহ নিম্নরুপ:

- কাঁচা রাস্তা উঁচুকরণ
- প্রযুক্তি স্থানান্তর প্রদর্শনী (প্রাকৃতিক রং ও অন্যান্য )
- কমন স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন
- বিলবোর্ড স্থাপন
- মিনি-ইটিপি'র প্রদর্শনী
- আদর্শ তাঁত কারখানার প্রদর্শনী
- উদ্যোক্তা পর্যায়ে পিট পদ্ধতিতে দূষিত পানি ব্যবস্থাপনা

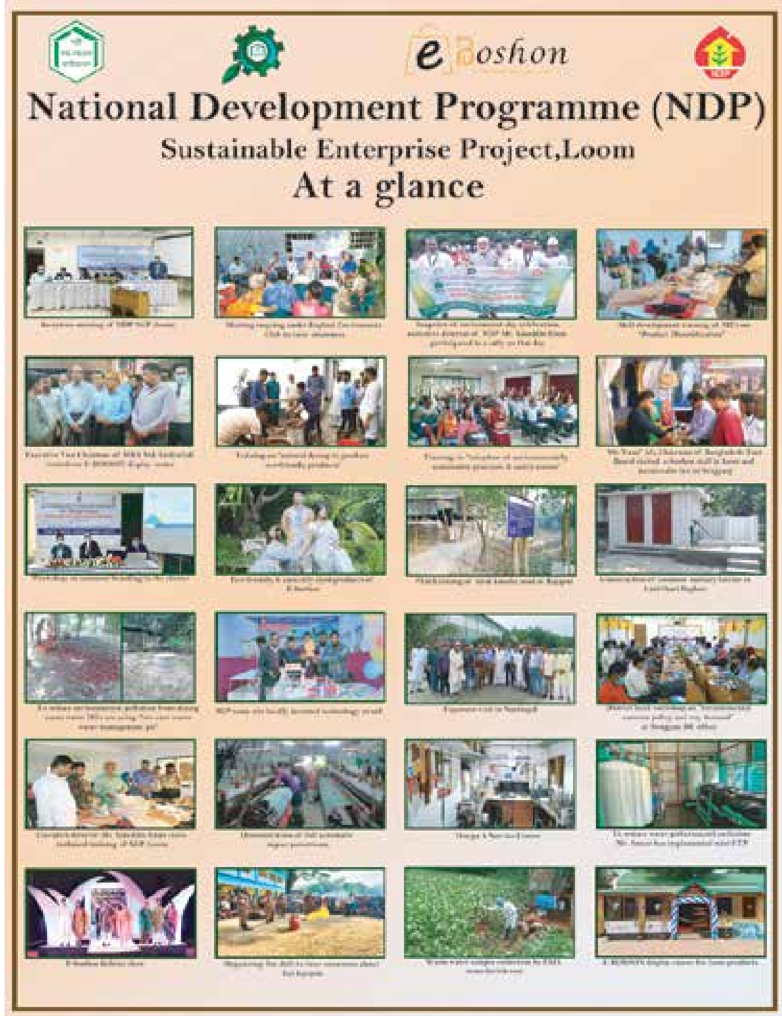




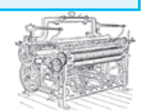

**দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত বাজারে প্রবেশ ও ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত কর্মকান্ডসমূহ ঃ** সিরাজগঞ্জের তাঁত সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণ তেমন শিক্ষিত নন। তাছাড়া তারা সাধারণত প্রথাগত হাট-বাজারে প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালনা করতে অভ্যস্থ। তারা তাদের পণ্যের নায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারেন না প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকার জন্য। আধুনিক ব্যবসা পরিচালনা, উন্নত বাজারে তাদের পণ্যের প্রবেশ নিশ্চিত করা ও নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত বাজারে প্রবেশ ও ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত কর্মকান্ডসমূহ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ সমস্ত কর্মকান্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ হলো:

- উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পরিবেশ সনদ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
- পরিবেশ সনদ প্রাপ্তিতে সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত কর্মশালা
- ইটিপি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা প্রদান
- উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পণ্য সনদ ও ব্যবসা সনদ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
- পণ্য সনদ প্রাপ্তিতে সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত কর্মশালা
- ব্যবসা সনদ প্রাপ্তিতে সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত কর্মশালা
- দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সংক্রান্ত কর্মশালা
- কর্ম এলাকার তাঁত পণ্যের সাধারণ ব্র্যান্ডিং ও অনলাইন মার্কেট প্লেস প্রতিষ্ঠা

**প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ড সমূহ:** এসইপি-তাঁত প্রকল্পটি বহুমাত্রিক জটিল প্রকল্প। এ প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা অর্থাৎ এনডিপি'র প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্ম-কর্তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার জন্য মূলত এ কর্মকান্ড প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ কর্মকান্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ হলো:

- প্রকল্প কর্মী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
- শিক্ষা সফর

## উদ্যোক্তা দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডসমূহ:

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের পরিবেশ আইন ও পরিবেশের উন্নয়ন, পণ্য বৈচিত্র্যময়তা আনয়ন, ব্র্যান্ডিং সম্পর্কিত ধারণা, ব্যবসা পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হিসাব রক্ষণ বিষয়ক জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিধায় তারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ছাড়াই দূষিত পরিবেশে তাদের উৎপাদন কাজ চালিয়ে যায়। ফলে সৃষ্টি হয় মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কারিগরী জ্ঞান না থাকায় প্রায়শই ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ সমস্ত সমস্যা মোকাবেলা ও তাঁত সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্পে উদ্যোক্তা দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ড অন্তর্ভূক্ত করা হয়। উদ্যোক্ত দক্ষতা উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ হলো:

- নিরাপত্তা ও পরিবেশগত স্থায়ীত্বশীল প্র্যাকটিসের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
- ব্যবসা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ
- পরিবেশগত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের উপায় শীর্ষক জেলা পর্যায়ে কর্মশালা
- উৎপাদিত পণ্যের সাধারণ ব্র্যান্ডিং শীর্ষক কর্মশালা
- জেলা পর্যায়ে তাঁত মেলার আয়োজন
- ইটিপি স্থাপনে কারিগরি সহায়তা প্রদান
- পরিবেশ ক্লাব গঠন
- মেশিন মেইনটেইনেন্স এন্ড মোডিফিকেশন সংক্রান্ত উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ
- ন্যাচারাল ডাইং সংক্রান্ত উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ
- ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হিসাব রক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ।

## রাজস্ব উৎপাদক সাধারণ সেবাসমূহে বিনিয়োগসংক্রান্ত কর্মকান্ডসমূহ:

তাঁত একটি বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে উৎপাদনের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের শুরু থেকে বিপণন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়েই বিশেষ সেবার প্রয়োজন হয়। এই সেবাসমূহ যাতে তাঁত কাস্টারে সহজ লভ্য হয় সে জন্য স্বল্প সার্ভিস চার্জ ও দীর্ঘ মেয়াদে এ সেবাসমূহের খাতে বিশেষ এক ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। এ খাতগুলো নিম্নরুপ:

- ডাইং ইউনিটে মিনি-ইটিপি স্থাপনে বিনিয়োগ সহায়তা
- টুইস্টিং ইউনিট স্থাপনে বিনিয়োগ সহায়তা
- ডিজাইন ও সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ সহায়তা
- নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী (সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় তাঁত) সম্প্রসারণে বিনিয়োগ সহায়তা
- প্রিন্টিং ইউনিট স্থাপনে বিনিয়োগ সহায়তা
- মডেল সেলস এন্ড ডিসপ্লে সেন্টারে বিনিয়োগ সহায়তা
- ন্যাচারাল ডাইং এর জন্য প্রয়োজনীয় গাছের চারা উৎপাদনে নার্সারীতে বিনিয়োগ সহায়তা
- ন্যাচারাল ডাইং এর কাঁচা মাল সহজ লভ্য করতে ন্যাচারাল ডাইং এর কাঁচামালের বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা প্রদান।

**উপাদান-২:** পরিবেশবান্ধব ও স্থিতিশীল উদ্যোগসমূহের জন্য অর্থের যোগান শক্তিশালীকরণ: পরিবেশ বান্ধব ও ব্যবসায়িক স্থিতিশীল উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১০০০ জন উদ্যোক্তার মাঝে মোট ২০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

## ৪.১ এক নজরে উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম ও সেবাসমূহের বিবরণ:

### রাজস্ব আয় বহির্ভূত কর্মকান্ডসমূহের আওতায় নিম্নলিখিত কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়:

**কাঁচা রাস্তা উঁচু করণ :** তাঁত অধ্যুষিত এলাকার তাঁত সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে প্রকল্প এলাকার ০৩ টি উপজেলার (সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ ও বেলকুচি) ০৭ টি ইউনিয়নে মোট ১০ টি গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা উঁচু করা হয়। যার ফলে প্রায় ১২,৪০০ জন এই রাস্তাসমূহ ব্যবহার করছে। এই রাস্তার ফলে তাঁত উদ্যোক্তাদের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণ অনেক সহজ হয়েছে। কিছু কিছু রাস্তা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে পাকা করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এ সমস্ত সংযোগ সড়কের ফলে স্থানীয় যায়গার মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

## প্রযুক্তি স্থানান্তর প্রদর্শনী (প্রাকৃতিক রং ও অন্যান্য) ঃ

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁতীরা সাধারণত বৈচিত্র্যহীন প্রথাগত পণ্য উৎপাদনে অভ্যস্থ। ফলে প্রায়শই তারা তাদের পণ্যের নায্য মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। তাছাড়া তারা রাসায়নিক রঙের ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন রঙের ব্যবহার না জানায় তাঁত পণ্য উৎপাদনে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক রঙ ব্যবহার করছে। ফলে তাঁত এলাকায় পরিবেশ দূষণ ঘটছে ব্যাপকভাবে। পরিবেশ দূষণ রোধ, পরিবেশবান্ধব, চাহিদা সম্পন্ন বৈচিত্রময় তাঁত পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মকান্ডটি বাস্তবায়ন করা হয়।

এই কর্মকান্ডের আওতায় ৩০ জন উদ্যোক্তাকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণ ন্যাচারালা ডাইং বা প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার করে রুচিশীল, বৈচিত্রময়, উচ্চ মূল্যের তাঁত ও পাট পণ্য উৎপাদন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত তাঁত পণ্যের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক রঙের উন্নত মানের তোয়ালে, আধুনিক ও বৈচিত্র্যময় ডিজাইনের লুঙ্গি, থ্রি পিছ, শাড়ি, পাঞ্জাবির কাপড়, স্কার্ফ, ওড়না প্রভৃতি। ন্যাচার ডাইড প্রডাক্ট বা প্রাকৃতিক রঙের এ সমস্ত তাঁত পণ্য ইতোমধ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন ও জার্মানীতে স্যাম্পল (পরিক্ষামূলক) হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। এই কর্মকান্ডের আওতায় আবার তাঁতে পাটের কাপড় উৎপাদনের জন্য ১৫ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তাগণ সিরাজগঞ্জে সর্ব প্রথম তাঁতে পাটের কাপড় বুননের সক্ষমতা অর্জন করে। তাদের উৎপাদিত কাপড় হতে পরিবেশবান্ধব পাট পণ্য

উৎপাদনের জন্য আরও ৩০ জন উদ্যোক্তকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর উদ্যোক্তগণ পাটের ল্যাপটপ ব্যাগ, মানি ব্যাগ, মেয়েদের হ্যান্ড ব্যাগ, টিস্যু বক্স, টিফিন ক্যারিয়ারের ব্যাগ, পাটের স্যান্ডেল, টেবিল রানার, ওয়াল ম্যাট প্রভৃতি আকর্ষণীয় পণ্য উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করে। ইতোমধ্যে পাট পণ্য গ্রাহকের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতে এ সমস্ত পাট পণ্য বিদেশে রপ্তানির অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

**কমন স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন :** তাঁত কারখানার মালিক ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রকল্প এলাকায় ১৫ টি কমন স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। যে সমস্ত স্থানে এই স্যানিটারি ল্যাট্রিনগুলো স্থাপন করা হয় পূর্বে তাঁত শ্রমিকেরা সে সমস্ত এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং কখনো কখনো খোলা যায়গায় পায়খানা-প্রশ্রাব করত। যা কারখানার আশে-পাশে এক মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাত। প্রায় ৩০০ তাঁত শ্রমিক নিয়মিত এ সমস্ত স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে এবং প্রায় ১০০০ জন অনিয়মিতভাবে তাদের প্রয়োজনে স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করছেন। এতে তাঁত কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমেছে এবং আশে-পাশের পরিবেশ উন্নত হয়েছে।

**বিলবোর্ড স্থাপন :** তাঁত কুঞ্জ খ্যাত সিরাজগঞ্জের তাঁত পণ্যের কোন ব্র্যান্ড সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ এ এলাকার তাঁত পণ্য বিভিন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডের আওতায় বিক্রি হচ্ছে যেখানে পণ্য উৎপাদনকারীর কোন পরিচিতি থাকছে না। এ সমস্যা দূর করতে প্রকল্পের আওতায় ই-বসন নামে সিরাজগঞ্জের তাঁত পণ্যের একটি কমন ব্র্যান্ড এবং ই-বসন.কম নামে একটি অনলাইন মার্কেট প্লেস প্রতিষ্ঠা করা হয়। যে খানে সিরাজগঞ্জের তাঁত উদ্যোক্তাগণ স্বীয় পরিচয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারবে। এই ই-বসনের প্রচারের জন্য ঢাকা-বগুড়া হাইওয়ের পাশে একটি বিশাল বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়।

**মিনি-ইটিপি'র প্রদর্শনী :** তাঁত কুঞ্জ খ্যাত সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প বস্ত্র খাতে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষির পরে তাঁতই ব"হত্তম গ্রামীণ অর্থনৈতিক খাত। তাঁত শিল্প একটি বহু মাত্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং সুতা হতে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়েই কোন না কোন উপায়ে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সিরাজগঞ্জের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় শব্দ, মাটি, পানি ও বায়ূ দূষণ একটি সাধারণ ঘটনা। সংশ্লিষ্ট তাঁত উদ্যোক্তাগণ দূষণ ও বিদ্যমান আইন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। এসমস্ত দূষণের মধ্যে ডাইং ও প্রসেসিং মিল হতে নির্গত তরল বর্জ্য তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় সৃষ্টি করছে এক মারাত্মক বিপর্যকর পরিস্থিতির। সিরাজগঞ্জের তামাই ও বেলকুচি এলাকাতেই রয়েছে ছোট-বড় প্রায় ২৭৫ টি ডাইং ও প্রসেসিং

প্রসেসিং মিল প্রতিটি মিল হতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১ হাজার লিটার তরল বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে যা কোন ধরণের শোধন ছাড়াই নির্গত করা হচ্ছে আশে-পাশের জলাশয়ে অথবা মিল প্রাঙ্গণে কৃত্রিম জলাধারে। কখনো কখনো বোরিং করে এ দূষিত তরল পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে। ফলে তাঁত অধ্যুষিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানিও হয়ে যাচ্ছে দূষিত ও পানের অযোগ্য। ফলে এ অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন পানি বাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পক্ষান্তরে জন্ম নিচ্ছে বিকলাঙ্গ শিশু। তরল বর্জ্য নির্গমন জনিত কারণে ডাইং ও প্রসেসিং মিলের মালিকদেরকে সামাল দিতে হয়ে নানা ঝুট-ঝামেলা।প্রতিবেশির সাথে ঝগড়া-বিবাদ, সুপেয় পানির জন্য অতিরিক্ত খরচ অতি সাধারণ ঘটনা। উল্লেখিত পরিস্থিতি উন্নয়নে গৃহীত নানা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ ব্যর্থ হয় উপযুক্ত সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও যথাযথ সচেতনতা ও স্থানীয় জনগণের সক্রিয় সম্পৃক্ততার অভাবে। এমনি এক বাস্তবতায় এনডিপি-এসইপি (তাঁত) প্রকল্প ও ইটিপি স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাকুয়াটিক এন্টারপ্রাইজের দীর্ঘ দেড় বছরের যৌথ গবেষণায় উদ্ভাবন করা হয় মিনি-ইটিপি ধারণা। মিনি-ইটিপি ধারণা উদ্ভাবনের সময় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার বিনিয়োগ সক্ষমতা, স্থানীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কারিগরি দক্ষতা, নির্গত তরল বর্জ্যের পরিমাণ ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা হয়। উদ্যোক্তার প্রয়োজন ও সক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতিদিন ৩০০০ লিটার, ৫০০০ লিটার ও ১০০০০ লিটার সক্ষমতার ইটিপি'র ডিজাইন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় শেয়ার কস্টের মাধ্যমে ০৪ টি মিনি-ইটিপি স্থাপন করা হয়। আশা করা যায় নিকট ভবিষ্যতেই প্রতিটি ডাইং ইউনিটেই একটি করে মিনি-ইটিপি স্থাপন করা সম্ভব হবে। যাতে রক্ষা পাবে পরিবেশ-প্রতিবেশ ও আগামী প্রজন্মের জন্য নিশ্চিত করা যাবে দূষণমুক্ত নির্মল পরিবেশ।

**আদর্শ তাঁত কারখানার প্রদর্শনী :** তাঁত শিল্প একটি বহু মাত্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং সুতা হতে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়েই কোন না কোন উপায়ে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এসমস্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এনডিপি এসইপি-তাঁত প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জের তাঁত কাস্টারের বিদ্যমান পরিবেশ ও ব্যবসার সার্বিক উন্নয়নে নানাবিধ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছে। সিরাজগঞ্জের তাঁত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রথাগত প্রথায় তাদের পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করায় কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করে। কর্ম এলাকার তাঁত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য তাঁতীদের সামনে আদর্শ তাঁতী বা উদ্যোক্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই এনডিপি এসইপি-তাঁত প্রকল্প আদর্শ তাঁত কারখানার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে।



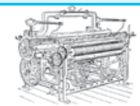

## আদর্শ তাঁত কারখানার বৈশিষ্ট্য নিম্নরুপ:

১. কারখানায় ২০ টি পরিবেশবান্ধব প্র্যাকটিসের মধ্যে নূন্যতম ০৫ টি পরিবেশবান্ধব প্র্যাকটিস বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক কর্মপরিবেশ উন্নয়ন করা ও তা নিয়মিত চালু রাখা।

২. কারখানার দৃশ্যমান স্থানে সচেতনতামূলক সাইন-সিম্বল ও পোস্টার নিশ্চিত করা।

৩. ট্রেড লাইসেন্স বাধ্যতামূলক।

৪. নিজস্বনামাঙ্কিত মোড়ক ব্যবহারে সচেষ্ট থাকা।

৫. কারখানায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী হওয়া।

৬. বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করা।

৭. প্রকল্প কর্মকান্ড বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্ম-কর্তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার মানসিকতা থাকা।

প্রকল্প হতে ৪০ টি আদর্শ কারখানা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে ৭৭০ জন উদ্যোক্তা মোট ২৫১৩ টি পরিবেশবান্ধব প্র্যাকটিস তাদের কারখানায় বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তাঁত কারখানার পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন।

| ক্রমিক নং | শাখার নাম | পরিবেশ উন্নয়নে উদ্যোক্তার অঙ্গীকার মোতাবেক ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (এ পর্যন্ত) | |
|---|---|---|---|
| | | উদ্যোক্তার সংখ্যা | পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংখ্যা |
| ১ | দৌলতপুর | ৯৬ | ৩০৩ |
| ২ | বেলকুচি | ৭৩ | ২৪৯ |
| ৩ | তামাই | ১৬১ | ৪৪৬ |
| ৪ | সয়দাবাদ | ৮৩ | ২৪০ |
| ৫ | বাগবাড়ি | ১৪৪ | ৫৩৮ |
| ৬ | কাটাখালি | ৫৬ | ১৯০ |
| ৭ | ফুলকোচা | ১২৭ | ৪২৬ |
| ৮ | বাগবাটি | ৩০ | ১২১ |
| মোট | ৮ | ৭৭০ | ২,৫১৩ |



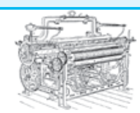

| প্র্যাকটিস | প্র্যাকটিসের বিবরণ | পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সংখ্যা |
|---|---|---|
| প্র্যাকটিস -১ | কর্মক্ষেত্রে কর্মী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমুহ। যেমন; বিভিন্ন বর্জ্য পোল্ট্রি লিটার, গোবর, ক্ষতিকর উপাদান (রং, কেমিক্যাল, এসিড), গন্ধ, তাপ ও অগ্নি শিখা ইত্যাদির কারণে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি না হয় সেজন্য হাতে গ্লোভস্ (হাত মোজা), মাস্ক (মুখোশ), এপ্রোন, ও চশমা (সেফটি গ্লাস) ব্যবহার নিশ্চিত করা। অথবা বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি থেকে উদ্যোগে কর্মরতদের সুরক্ষা করা। | ৪৯৮ |
| প্র্যাকটিস -২ | প্রথিমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ। প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা করা। | ২৮৩ |
| প্র্যাকটিস -৩ | অগ্নি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (মাটি, বালি ও পানি) সমূহের আয়োজন করা। | ২৬০ |
| প্র্যাকটিস -৪ | কর্মীদের মুখ, হাত ও পা ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করা। কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যকর টয়লেট এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। | ৩৩৭ |
| প্র্যাকটিস -৫ | কর্মক্ষেত্রে ও প্রাণীর শেডে আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা । যেমন: লাইট ও ফ্যান বসানো, জানালা অথবা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা। | ৪৩ |
| প্র্যাকটিস -৬ | বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও পর্যাপ্ত আলোর জন্য শেডের ছাদে ট্রান্সপারেন্ট চাল ব্যবহার করা। শেডের ছাদে তাপ নিরোধক (ইনসুলেটর) ব্যবহার করা হয়। | ৮৯ |
| প্র্যাকটিস -৭ | কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের মাথার উপরের স্থানে ভারী কোন বস্তুর মজুদ থাকলে তা অপসারণ করা। | ১২ |
| প্র্যাকটিস -৮ | শ্রমিকদের/ কর্মীদের বিশ্রাম ও খাবার গ্রহণের জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা। | ২০ |
| প্র্যাকটিস -৯ | উদ্যোগে নবায়নযোগ্য জ্বালানী হিসেবে সোলার প্যানেল ব্যবহার করা। | ১০ |
| প্র্যাকটিস -১০ | উদ্যোগে পানি দূষণ রোধে গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ। যেমন: শেডের চারদিকের ড্রেন পরিস্কার ও নালার উন্নয়ন করা। পানি গড়িয়ে পড়ার জন্য পোল্ট্রি শেডের মেঝে ঢালু (স্লান্টিং) করা। প্রাণীদের আবাসস্থল/শেড পরিস্কারের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা করা। | ১০ |
| প্র্যাকটিস -১১ | নিরাপদ পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, মোড়কজাতকরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি। পণ্য উৎপাদনে ক্ষতিকর/ রোগাক্রান্ত পশুকে আলাদারাখাকেও বোঝানো হয়েছে। যেমন: গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত পণ্যের (মাংস ও দু") মান ভাল হবার জন্য সবুজ ঘাস খাওয়ানো। নতুন ক্রয়কৃত সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশু আলাদা রাখা। গুণগত ও ভালো মানের কাঁচামাল/ ইনপুট (রং, ক্যামিক্যাল ও এসিড) ব্যবহার করা। পণ্যের নিরাপত্তার জন্য কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা। পণ্য উৎপাদনে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল মেনে চলা ইত্যাদি। | ২১ |
| প্র্যাকটিস -১২ | ন্যাচারাল/ অর্গানিক উপায়ে পণ্য উৎপাদন করা হবে। পরিবেশ বান্ধব পণ্য ব্যবহার (ইনপুট ও মোড়কজাতকরণে)। | ৫ |
| প্র্যাকটিস -১৩ | উদ্যোগে সৃষ্ট বায়ু দূষণ রোধে গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ। | ২০৩ |
| প্র্যাকটিস -১৪ | উদ্যোগে সৃষ্ট শব্দ দূষণ রোধে গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ। | ১৩২ |
| প্র্যাকটিস -১৫ | উদ্যোগে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ। যেমন বর্জ্য (জৈব বর্জ্য) থেকে কম্পোস্ট সার/বায়োগ্যাস, পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিট তৈরি ইত্যাদি। | ২৩২ |
| প্র্যাকটিস -১৬ | জলবায়ু পরিবর্তন রোধে উদ্যোগসমূহ। | ৭ |
| প্র্যাকটিস -১৭ | সচেতনতা নোটিশ সংক্রান্ত (শব্দ, মাটি, বায়ু ও পানি দূষণ এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে করণীয়; অগ্নিনির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত নোটিশ প্রদান করা। | ৩৪২ |
| প্র্যাকটিস -১৮ | দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড। | ০ |
| প্র্যাকটিস -১৯ | বিবিধ (উদ্যোক্তার পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি ও ব্যবসার ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য উন্নত প্রযুক্তি/ মেশিনারিজ/ কাচাঁমাল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের তালিকা) | ০ |
| প্র্যাকটিস -২০ | অন্যান্য | ৯ |



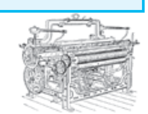

## উদ্যোক্তা পর্যায়ে পিট পদ্ধতিতে দূষিত পানি ব্যবস্থাপনা :

প্রকল্প এলাকার অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা শুধু তার প্রয়োজনীয় সুতায় রঙ করার জন্য তার নিজস্ব বাড়িতেই পাতিল পদ্ধতিতে সুতা রঙ করে। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে এ সকল ডাইং ইউনিট হতে নির্গত তরল বর্জ্য আশে-পাশের ডোবা-নালাকে দূষিত করে। যেহেতু তাদের আর্থিক সক্ষমতা কম এবং দূষণ সম্পর্কে সচেতন নন তাই তারা নির্বিচারে দূষিত তরল বর্জ্য কোন ব্যবস্থাপনা ছাড়াই খোলা যায়গায় নির্গত করছে। পাতিল পদ্ধতির ডাইং এর দূষিত তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কম খরচে পিট পদ্ধতিতে দূষিত পানি ব্যবস্থাপনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ১০ টি পিট স্থাপন করা হয়েছে। যা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি দূষিত পানি নির্গমন জনিত স্থানীয় দ্বন্দ-সংঘাতের অবসান ঘটাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

**উদ্যোক্তারদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত বাজারে প্রবেশ ও ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত কর্মকান্ডসমূহের আওতায় যে সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তা নিম্নরুপঃ**

| ক্র.নং | কর্মকান্ডের নাম | প্রকল্পের মোট | | |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্য মাত্রা/ব্যাচ | অর্জন/ব্যাচ | উপকারভোগী/উদ্যোক্তা |
| ১ | উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পরিবেশ সনদ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | ১০ | ১০ | ২৫০ |
| ২ | পরিবেশ সনদ প্রাপ্তিতে সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত কর্মশালা | ০৩ | ০৩ | ১১৫ |
| ৩ | ইটিপি পরিচালনা ও রক্ষণা বেক্ষণে সহায়তা | ০৬ | ০৪ | |
| ৪ | উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পণ্য সনদ ও ব্যবসা সনদ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | ০৮ | ০৮ | ১৯২ |
| ৫ | পণ্য সনদ প্রাপ্তিতে সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত কর্মশালা | ০৩ | ০৩ | ১১৬ |
| ৬ | ব্যবসা সনদ প্রাপ্তিতে সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত কর্মশালা | ০২ | ০২ | ৭৬ |
| ৭ | দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সংক্রান্ত কর্মশালা | ০৩ | ০৩ | ১১৪ |



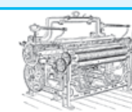

## কর্ম এলাকার তাঁত পণ্যের সাধারণ ব্র্যান্ডিং ও অনলাইন মার্কেট প্লেস প্রতিষ্ঠা ও তা প্রমোশনে ফ্যাশন শো'র আয়োজন করা:

এই প্রকল্পের বহুবিধ কর্মকান্ডের মধ্যে একটি অন্যতম কর্মকান্ড হচ্ছে সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী তাঁত উদ্যোক্তাদের বিশেষত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যসমূহের জন্য একটি কমন ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করা। তাদের পণ্যের বিকল্প বাজার হিসেবে eboshon.com নামে একটি অনলাইন মার্কেট প্লেসও স্থাপন করা হয়েছে। eboshon.com ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত পরিসরে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ই-বসন ও eboshon.com এরসেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধিতে এনডিপি-এসইপি (তাঁত) প্রকল্প উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করেছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ই-বসন উদ্যোক্তাদেরকে ন্যাচারাল ডাইং, আধুনিক ডিজাইন, ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন, কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন, শ্রমিক সুরক্ষা, তাঁতে পাট কাপড়ের বুনন সহ নানা বিধ যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ই-বসন উদ্যোক্তা ও সীমিত গ্রাহকের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। ই-বসন ও eboshon.com এর ব্র্যান্ড প্রমোশনের জন্যই সিরাজগঞ্জে সর্ব প্রথম আয়োজন করা হয় এক জমকালো ফ্যাশন শো ও ০৩ দিন ব্যাপী এনডিপি-এসইপি (তাঁত) উদ্যোক্তা মেলার।

এনডিপি ম্যানেজমেন্ট দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁতকুঞ্জ খ্যাত সিরাজগঞ্জের তাঁতের ঐতিহ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে ই-বসন ও eboshon.com অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। উদ্যোক্তাদের কমন ব্র্যান্ড হিসেবে ই-বসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা মূলত সিরাজগঞ্জের তাঁতীদের ব্র্যান্ড।

**ই-বসনের উদ্দেশ্য:** সিরাজগঞ্জে উৎপাদিত তাঁত, পাট ও হস্ত জাত পণ্য স্ব-নামে বিশ্বব্যাপী গ্রাহকের মাঝে পৌছিয়ে দেওয়া।

## ই-বসনের বৈশিষ্ট্য :

- এটি তাঁত কুঞ্জ খ্যাত সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পকে প্রতিনিধিত্ব করে।
- ই-বসন সিরাজগঞ্জের তাঁত সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোক্তাদের কমন ব্র্যান্ড।
- ই-বসন সিরাজগঞ্জের তাঁত সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রির একটি অন-লাইন মার্কেট প্লেস।
- উৎপাদন উপাদান হিসেবে প্রাকৃতিক বা ন্যাচারাল উপকরণ ব্যবহার।
- উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে পরিবেশ দূষণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা।
- পণ্যসমূহ পরিবেশ বান্ধব, রুচিশীল, আরাম দায়ক।
- ই-বসন প্রকৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।
- ই-বসন তরুণ উদ্যোক্তাদের কারিগরী দক্ষতা ও বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

## প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ড সমূহ:

এসইপি-তাঁত প্রকল্পটি বহুমাত্রিক জটিল প্রকল্প। এ প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা অর্থাৎ এনডিপি'র প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্ম-কর্তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার জন্য মূলত এ কর্মকান্ড প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ কর্মকান্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ হলো:

প্রকল্প কর্মী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ : প্রকল্প কর্মীর দক্ষতা উন্নয়নে ০৪ টি কর্মশালা ও ০৪ ব্যাচের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যার মাধ্যমে এনডিপি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন যাতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নে ম্যানেজমেন্টের সর্বাত্মক সহযোগিতা নিশ্চিত হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প কর্মকান্ড বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেন।

## শিক্ষা সফর :

শিক্ষা সফর হল- বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা, বাইরের পরিবেশ থেকে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা। প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত  শিক্ষা সফর এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্ম-কর্তা ও উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা ,পরিবেশবান্ধব ন্যাচারাল ডাইং, বৈচিত্র্যময় পণ্য সৃষ্টি,পাটজাত পণ্য, মেশিনের ধরন ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানিকৃত পণ্য সম্পর্কে  জ্ঞান অর্জন ও ধারনা লাভ করা। প্রকল্পের আওতায় ০৩ টি শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। এ শিক্ষা সফরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই অধিক উৎপাদনক্ষম উন্নত মানের র‍্যাপিয়ার পাওয়ার লুম মেশিনের প্রচলন, ন্যাচারাল ডাইং করার কৌশল রপ্ত করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন, পাট পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। তাছাড়া শিক্ষা সফরের মাধ্যমে স্থাপিত সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ স্থাপন করা ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা সম্ভব হয়।

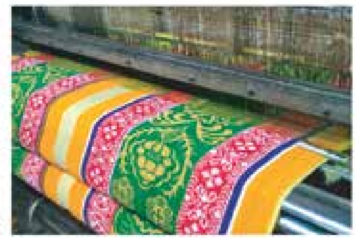

## উদ্যোক্তা দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডসমূহ :

প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্ত দক্ষতা উন্নয়নে নিম্নলিখিত কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। নিচের ছকে উদ্যোক্তার কারখানার কর্মপরিবেশ ও ব্যবসার সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় তা তুলে ধরা হলোঃ

| ক্র.নং | কর্মকান্ডের নাম | প্রকল্পের মোট | | |
|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্য মাত্রা | অর্জন | উপকারভোগী/উদ্যোক্তা |
| ১ | নিরাপত্তা ও পরিবেশগত স্থায়ীত্বশীল প্র্যাকটিসের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | ৪৩ | ৪৩ | ১০৭৫ |
| ২ | ব্যবসা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ | ১৩ | ১৩ | ৩২২ |
| ৩ | পরিবেশগত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের উপায় শীর্ষক জেলা পর্যায়ে কর্মশালা | ০৩ | ০৩ | ১২০ |
| ৪ | উৎপাদিত পণ্যের সাধারণ ব্র্যান্ডিং শীর্ষক কর্মশালা | ০৬ | ০৬ | ২৪০ |
| ৫ | বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন প্রশিক্ষণ | ০৪ | ০৪ | ৪০ |
| ৬ | মেশিন মেইনটেইনেন্স এন্ড মোডিফিকেশন প্রশিক্ষণ | ০৩ | ০৩ | ৩০ |
| ৭ | জেলা পর্যায়ে তাঁত মেলার আয়োজন | ০৩ | ০৩ | ২৭ |
| ৮ | ফায়ার ড্রিল | ০৪ | ০৪ | |

## জেলা পর্যায়ে তাঁত মেলার আয়োজন :

প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যেও প্রচার-প্রসার ও বিক্রয় অর্ডার নিশ্চিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে ০৩ টি তাঁত উদ্যোক্তা মেলার আয়োজন করা হয়। এ মেলার মাধ্যমে উদ্যোক্তাবৃন্দ তাদের পণ্য সরাসরি গ্রাহকের কাছে পৌছানোর সুযোগ পান।

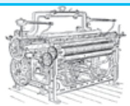

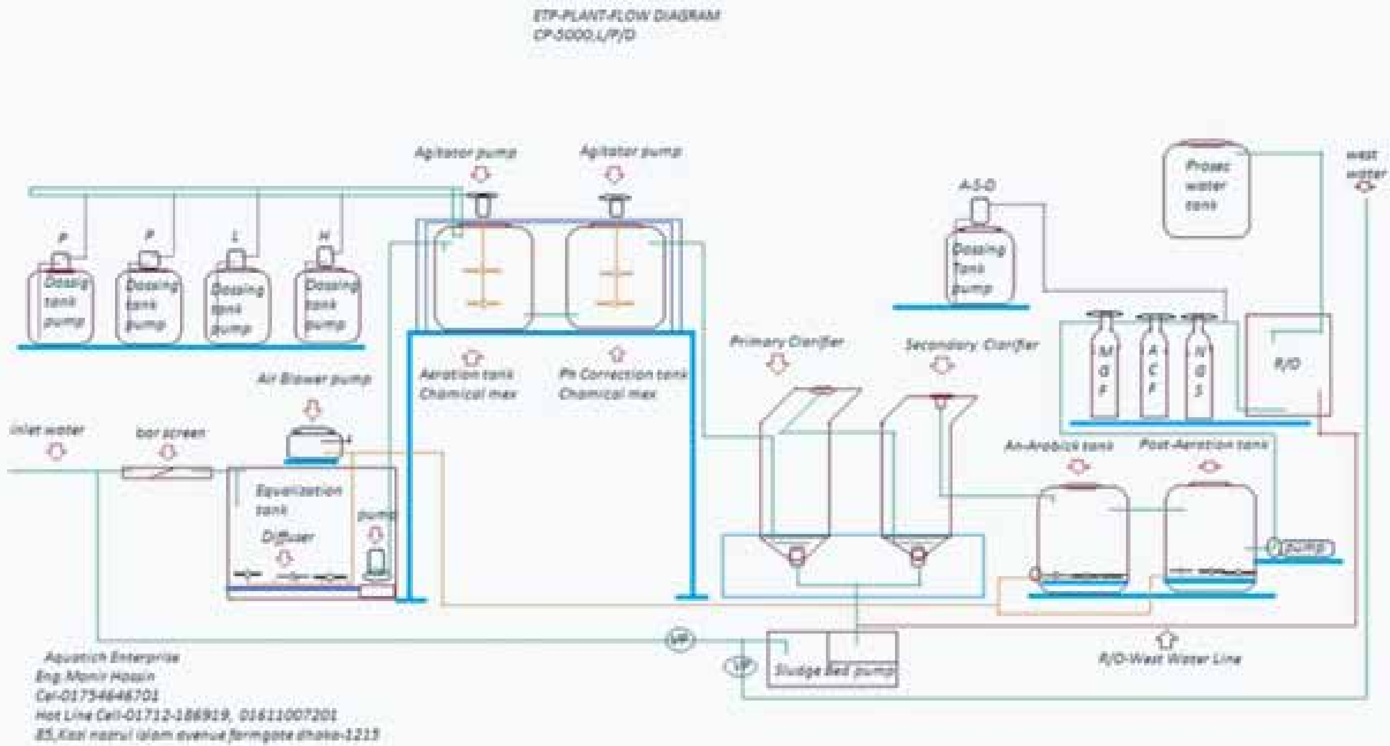


**মিনি-ইটিপি'র প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম**

**মিনি-ইটিপি স্থাপন ও রক্ষণা-বেক্ষণে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান :** তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মিনি-ইটিপি একটি কার্যকরী সমাধান। কিন্তু ডাইং উদ্যোক্তাদের এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকা ও মিনি-ইটিপি স্থাপনে আর্থিক সক্ষমতা না থাকায় প্রকল্প হতে মিনি-ইটিপি স্থাপন ও রক্ষণা-বেক্ষণে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এ কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ০৪ টি  মিনি-ইটিপি স্থাপন করা হয়।

BUETCE 04 29515

# BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (BUET)

## DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

Mobile: 01819 557 964; PABX: 55167100 Ext. 7226; http://brictest.ce.buet.ac.bd/

## ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY

BRTC
Bureau of Research, Testing & Consultation

BRTC No. : 1102-94322 /22-23/CE; Dt: 20/6/2023

Ref. No. : Letter; Dt: 20/6/2023

Sent by : Haji Md. Anower Hossain, NCP SEP (Loom)
Naggati, Tamai, Belkuchi, Sirajgonj

Proejct: : Testing of Mini ETP Outlet Water

Sample Id : -

Location : Naggati, Tamai, Belkuchi, Sirajgonj

Date of Test : 20/6/2023 - 25/6/2023

Source: Mini ETP Outlet Water

TEST REPORT (PHYSICAL/ CHEMICAL/ BACTERIOLOGICAL ANALYSIS OF ETP OUTLET WATER SAMPLE)

| Sl. No. | Water Quality Parameters | Unit | Concentration Present | ECR 2023 | | | Method of analysis | Minimum Detection Limit (MDL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Discharge in Inland Water | Discharge Into Public Sewer | Discharge near Coastal Area | | |
| 1 | pH | — | 6.8 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | SM 4500 H+ B | 0 |
| 2 | Turbidity | NTU | 13.1 | — | — | — | SM 2130 B | 0.01 |
| 3 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/l | 216 | 2100 | 2100 | 2100 | SM 2540 C | 5 |
| 4 | Dissolved Oxygen (DO) | mg/l | 4.46 | 4.5-8 | 4.5-8 | 4.5-8 | SM 4500- O G | 0.1 |
| 5 | Total Suspended Solids (TSS) | mg/l | 13 | 100 | 500 | 100 | SM 2540 B - D | 5 |
| 6 | Chemical Oxygen Demand (COD) | mg/l | 30 | 200 | 400 | 250 | SM 5220 D | 0.2 |
| 7 | Biochemical Oxygen Demand (BOD5) | mg/l | 4 | 30 | 250 | 100 | SM 5210 B | 0.2 |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |

Comments : 1. Sample was supplied by CLIENT
2. Sample was received in unsealed condition.

**Important Notes:** Samples as supplied to us have been tested in our laboratory. BRTC does not have any responsibility as to the representative character of the samples required to be tested. It is recommended that samples are sent in a secure and sealed cover/pack

Countersigned by :

Prof. Dr. Hasib Mohammad Ahsan
Test In-Charge, Dept. of Civil Engineering, BUET

52

4rjM63Re3

Test Performed by :

26/6/23

Dr. Md. Abdul Jalil
Professor, Dept. of Civil Engineering, BUET

Page 1

মিনি-ইটিপি'র ওয়াটার টেস্ট রিপোর্ট



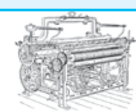

## পরিবেশ ক্লাব গঠন :

তাঁত অধ্যুষিত এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে সচেতনতা তৈরিতে ০৮ টি শাখার অধীনে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ০৮ টি পরিবেশ কাব গঠণ করা হয়েছে। প্রতি মাসে নিয়মিত পরিবেশ কাবের মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ কাবের সদস্যবৃন্দ নিজ এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক ও মালিকদেরকে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালনের আহবান জানান। বিভিন্ন দিবসে বিশেষত জাতীয় পরিবেশ দিবসে র‍্যালী, আলোচনা সভা, বৃক্ষ রোপন এর মতো কার্যক্রম তারা বাস্তবায়ন করে থাকে।

## কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গৃহীত সচেতনতামূলক কর্মকান্ড:

কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। এনডিপি ম্যানেজমেন্ট, তাঁত উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পরিবেশ কাব, পরিবেশ অধিদপ্তর, সাংবাদিক প্রমুখের অংশগ্রহণে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও পরিবেশ সচেতনতামূলক গম্ভীরা আয়োজনের মাধ্যমে পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রকল্প কর্ম এলাকায় এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জন সাধারণ পরিবেশ সংরক্ষণে নিজেদের দায়িত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। এ ছাড়াও পরিবেশ ও ব্যবসায়িক সচেতনতামূলক নানা লিফলেট, পোস্টার, হ্যান্ড আউট নিয়মিত উদ্যোক্তা ও জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়। এতে উদ্যোক্তা ও সাধারণ জনগণ পরিবেশ ও তাঁত উদ্যোক্তার উন্নয়নে প্রকল্প হতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য পান।

# তাঁত উদ্যোগে সচেতনতামূলক সাইন সিম্বল

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমুহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প

# প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত লিফলেট ও পোষ্টার

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমুহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প

eBoshon

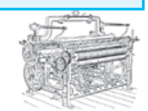

### পরিবেশগত সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন :

সিরাজগঞ্জের তাঁত অধ্যুষিত এলাকার পরিবেশগত সামাজিক প্রভাব নিরুপণে প্রথম বারের মতো একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এ সমীক্ষার মাধ্যমে তাঁত অধ্যুষিত এলাকার দূষণ ও উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক চিত্র ফুটে ওঠে। ইতো:পূর্বে শুধু বলা হতো তাঁত এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে কিন্ত প্রকৃত দূষণ মাত্রা নিরুপণে কোন সমীক্ষা বা স্টাডি করা হয়নি। এই সমীক্ষার মাধ্যমে তাঁত এলাকার মাটি, পানি, বায়ূ ও শব্দ দূষণের মাত্রা নিরুপণ করা হয়েছে। এ সমীক্ষায় দূষণ প্রতিরোধে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ সে ব্যাপারে বিস্তারিত সুপারিশ করা হয়েছে। এ সমীক্ষাটি ভবিষ্যতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে তাঁত সংশ্লিষ্ট কোন পরিকল্পণা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভ'মিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

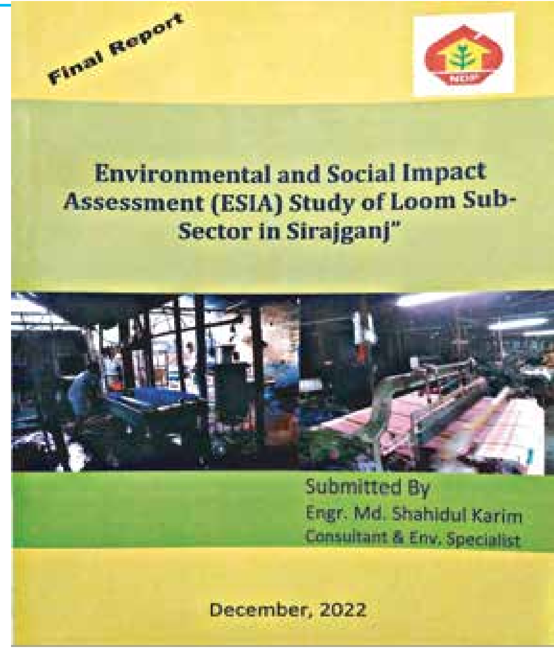


**রাজস্ব উৎপাদক সাধারণ সেবাসমূহে বিনিয়োগসংক্রান্ত কর্মকান্ডসমূহ :** তাঁত একটি বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। কাঁচা মাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে উৎপাদনের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের শুরু থেকে বিপণন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়েই বিশেষ সেবার প্রয়োজন হয়। এই সেবাসমূহ যাতে তাঁত কাস্টারে সহজ লভ্য হয় সে জন্য স্বল্প সার্ভিস চার্জ ও দীর্ঘ মেয়াদে এ সেবাসমূহের খাতে বিশেষ এক ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। এ কর্মকান্ডের আওতায় যে সমস্ত খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরুপ:

**ডাইং ইউনিটে মিনি-ইটিপি স্থাপনে বিনিয়োগ সহায়তা :** তাঁত শিল্প একটি বহু মাত্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং সুতা হতে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়েই কোন না কোন উপায়ে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সিরাজগঞ্জের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় শব্দ, মাটি, পানি ও বায়ূ দূষণ একটি সাধারণ ঘটনা। সংশ্লিষ্ট তাঁত উদ্যোক্তাগণ দূষণ ও বিদ্যমান আইন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। এসমস্ত দূষণের মধ্যে ডাইং ও প্রসেসিং মিল হতে নির্গত তরল বর্জ্য তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় সৃষ্টি করছে এক মারাত্মক



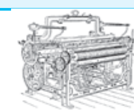

বিপর্যকর পরিস্থিতির। সিরাজগঞ্জের তামাই ও বেলকুচি এলাকাতেই রয়েছে ছোট-বড় প্রায় ২৭৫ টি ডাইং ও প্রসেসিং মিল প্রতিটি মিল হতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১ হাজার লিটার তরল বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে যা কোন ধরণের শোধন ছাড়াই নির্গত করা হচ্ছে আশে-পাশের জলাশয়ে অথবা মিল প্রাঙ্গণে কৃত্রিম জলাধারে। কখনো কখনো বোরিং করে এ দূষিত তরল পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে। ফলে তাঁত অধ্যুষিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানিও হয়ে যাচ্ছে দূষিত ও পানের অযোগ্য। ফলে এসমস্ত এলাকার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে নানা পানি বাহিত রোগে। জন্ম নিচ্ছে বিকলাঙ্গ শিশু। তরল বর্জ্য নির্গমন জনিত কারণে ডাইং ও প্রসেসিং মিলের মালিকদেরকে সামাল দিতে হয়ে নানা ঝুট-ঝামেলা।

প্রতিবেশির সাথে ঝগড়া-বিবাদ, সুপেয় পানির জন্য অতিরিক্ত খরচ অতি সাধারণ ঘটনা। উল্লিখিত পরিস্থিতি উন্নয়নে গৃহীত নানা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ ব্যর্থ হয় উপযুক্ত সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও যথাযথ সচেতনতা ও স্থানীয় জনগণের সক্রিয় সম্পৃক্ততার অভাবে। এমনি এক বাস্তবতায় এনডিপি-এসইপি (তাঁত) প্রকল্প ও ইটিপি স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাকুয়াটিক এন্টারপ্রাইজের দীর্ঘ দেড় বছরের যৌথ গবেষণায় উদ্ভাবন করা হয় মিনি-ইটিপি ধারণা। তামাই গ্রামের অধিবাসী ও ডাইং উদ্যোক্তা জনাব হাজী আনোয়ার হোসেন মোল্লাহ্ এ খাতে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে সর্ব প্রথম মিনি-ইটিপি স্থাপন করেন। তার সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও ০৩ টি ইটিপি স্থাপন করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৭০ জন তাঁত উদ্যোক্তা মিনি-ইটিপি সম্বলিত এ ডাইং ইউনিট থেকে প্রতি দিন পরিবেশবান্ধব উপায়ে তাদের  সুতা রঙ করার সুবিধা পাচ্ছেন।

## টুইস্টিং ইউনিট স্থাপনে বিনিয়োগ সহায়তা :

তাঁত উদ্যোগে ব্যবহৃত সুতা ব্যবহার উপযোগী করতে সুতা প্রসেসিং এর পূর্বে উৎপাদিত পণ্যের ধরণের উপর ভিত্তি করে সুতা টুইস্ট করার প্রয়োজন হয়ে থাকে মূলত সুতা টুইস্টিং এর এই সেবা তাঁত উদ্যোক্তাদেরকে প্রদান করার জন্যই এ খাতে এ বিশেষায়িত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ০৫ টি টুইস্টিং ইউনিটে বিনিয়োগ সহযোগিতা করা হয় যার মাধ্যমে প্রায় ৩০০ তাঁত উদ্যোক্তা সেবা গ্রহণ করছেন।

## ডিজাইন ও সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ সহায়তা :

রুচিশীল গ্রাহক চাহিদা সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে ডিজাইন ও সার্ভিস সেন্টারের কোন বিকল্প নেই। তাঁতীদের আধুনিক ডিজাইন সম্পর্কে তেমন দক্ষতা না থাকায় মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে প্রায়শই সমস্যার সম্মুখীন হন। এ সমস্যা সমাধানে প্রকল্পের আওতায় একটি ডিজাউন ও সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ সহায়তা করা হয়। এ ডিজাইন ও সার্ভিস সেন্টারে দক্ষ ডিজাইনারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অটোমেটিক পাঞ্চ মেশিনের মাধ্যমে ডিজাইন করা হয়। এ ডিজাইন ও সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ১২০ জন তাঁত উদ্যোক্তা উপকৃত হচ্ছেন।

**নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী (সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় তাঁত) সম্প্রসারণে বিনিয়োগ সহায়তা :** হস্ত চালিত তাঁতের উৎপাদন সক্ষমতা কম বিধায় উদ্যোক্তা অনেক সময় চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনে ব্যর্থ হয় এবং ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অপর দিকে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় তাঁতে উৎপাদন সক্ষমতা বেশি হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তির তাঁত বিশেষত র‌্যাপিয়ার পাওয়ার লুমের প্রচলণ ও সম্প্রসারণে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করে। প্রকল্পের আওতায় ০৫ জন উদ্যোক্তা উন্নত প্রযুক্তির র‌্যাপিয়ার পাওয়ার লুম তাদের কারখানায় স্থাপন করে পরিবেশ উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পেরেছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে র‌্যাপিয়ার পাওয়ার লুমের ব্যাপক প্রচলণ ঘটবে।

## প্রিন্টিং ইউনিট স্থাপনে বিনিয়োগ সহায়তা :

সিরাজগঞ্জের তাঁত উদ্যোক্তাগণ তাদের উৎপাদিত পণ্যে কোন লেবেল ব্যবহার না করায় উৎপাদনকারী হিসেবে তাদের কোন পরিচিতি থাকে না। প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তাদেরকে নিজের পণ্যের ব্র্যান্ড সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে নিজস্ব লেবেলে তাঁত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য একটি প্রিন্টিং ইউনিটের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রয়োজনীয়তা থেকেই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রিন্টিং ইউনিট স্থাপনে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রিন্টিং ইউনিট থেকে প্রায় ২০০ উদ্যোক্তা সেবা গ্রহণ করছেন।

## মডেল সেলস এন্ড ডিসপ্লে সেন্টারে বিনিয়োগ সহায়তাঃ

প্রকল্পের আওতাধীন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সাধারণত প্রথাগত হাট ও নির্ধারিত পাইকারের কাছেই তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে অভ্যস্থ। এর ফলে অনেক সময়ই তারা তাদের পণ্যের নায্য মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। তাঁত উদ্যোক্তাদের পণ্য সরাসরি গ্রাহকের কাছে পৌছাতেই এই কর্মকান্ডটি বাস্তবায়নে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ১০ টি মডেল সেলস এন্ড ডিসপ্লে সেন্টার প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করা হয়। ইতোঃমধ্যে প্রকল্পের আওতাধীন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তগণ এ সমস্ত সেলস সেন্টারে তাদের পণ্য বিক্রি শুরু করেছে যা বিকল্প বাজার হিসেবে উদ্যোক্তাদের কাছে বিবেচিত হচ্ছে। এর ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের ব্যবসায়িক স্থায়িত্ব নিশ্চিত হচ্ছে।

## ন্যাচারাল ডাইং এর জন্য প্রয়োজনীয় গাছের চারা উৎপাদনে নার্সারীতে বিনিয়োগ সহায়তাঃ

রাসায়নিক রঙের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় তাঁত পণ্য উৎপাদনে উদ্যোক্তাদেরকে প্রকল্পের আওতায় ন্যাচারাল ডাইং এর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে রাসায়নিক রঙের পরিবর্তে হরীতকী, আমলকি, পানের খয়ের, হলুদ, পেঁয়াজের খোসা, ডালিমের খোসা, চা-পাতা, কাঁঠাল কাঠের ছাল, চাষের নীল প্রভৃতি ব্যবহার করে সুতা রঙের কৌশল হাতে কলমে শেখানো হয়। ইতোঃমধ্যে ৩০ জন উদ্যোক্তা এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তারা নিয়মিত প্রাকৃতিক রঙ বা ন্যাচারাল ডাইড তাঁত পণ্য উৎপাদন করছেন। কিন্তু সিরাজগঞ্জে ন্যাচারাল ডাইং এর প্রয়োজনীয় উপাদান তেমন সহজ লভ্য নয় বাইরে থেকে এ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করতে হয় যা উদ্যোক্তাদের জন্য কষ্টকর। তাই ন্যাচারাল ডাইং এর জন্য প্রয়োজনীয় গাছের চারা উৎপাদনের জন্য একটি নার্সারীকে বিনিয়োগের জন্য স্বল্প সার্ভিস চার্জের এ বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়। ইতোঃমধ্যে বিনিয়োগকারী নার্সারীতে ন্যাচারাল ডাইং এর জন্য প্রয়োজনীয় গাছের চারা উৎপাদন শুরু হয়েছে।



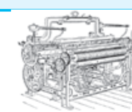

## ন্যাচারাল ডাইং এর কাঁচামাল সহজ লভ্য করতে ন্যাচারাল ডাইং এর কাঁচামালের বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা প্রদান :

রাসায়নিক রঙের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় তাঁত পণ্য উৎপাদনে উদ্যোক্তাদেরকে প্রকল্পের আওতায় ন্যাচারাল ডাইং এর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে রাসায়নিক রঙের পরিবর্তে হরীতকী, আমলকি, পানের খয়ের, হলুদ, পেঁয়াজের খোসা, ডালিমের খোসা, চা-পাতা, কাঁঠাল কাঠের ছাল, চাষের নীল প্রভৃতি ব্যবহার করে সুতা রঙের কৌশল হাতে কলমে শেখানো হয়। ইতোঃমধ্যে ৩০ জন উদ্যোক্তা এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তারা নিয়মিত প্রাকৃতিক রঙ বা ন্যাচারাল ডাইড তাঁত পণ্য উৎপাদন করছেন। কিন্তু সিরাজগঞ্জে ন্যাচারাল ডাইং এর প্রয়োজনীয় উপাদান তেমন সহজ লভ্য নয় বাইরে থেকে এ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করতে হয় যা উদ্যোক্তাদের জন্য কষ্টকর। তাই ন্যাচারাল ডাইং এর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সহজ লভ্য করতে ন্যাচারাল ডাইং এর কাঁচামালের বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করতে স্বল্প সার্ভিস চার্জের এ বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়। ইতোঃমধ্যে বিনিয়োগকারী বিক্রয় কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিক্রি শুরু হয়েছে এবং উদ্যোক্তাগণ সহজেই ন্যাচারাল ডাইং এর প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারছেন।

## ৫.০ প্রকল্পের সাফল্য:

**ওসমান গণি তার বাবার ব্যবসা অফ লাইন থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করেছেন** ২৭ বছর বয়সী ওসমানী গণি মোঃ আব্দুস সাত্তারের ছেলে। আবদুস সাত্তার সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দা উপজেলার পাইকুশা গ্রামে পৈতৃক তাঁতের ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন। তিনি এনডিপির সদস্য এবং প্রায়ই এনডিপি বাগবাড়ি শাখা থেকে ঋণ নিতেন। অন্যান্য তাঁতিদের মতো তিনিও তার কারখানা ও ব্যবসা সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালনা করতেন। এ জন্য তিনি ব্যবসা ও কারখানা চালাতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। ২০১৯ সালে তিনি অগ্রসর এসইপি থেকে ঋণ নেন। প্রয়োনীয় কাগজপত্র তৈরি হলে তিনি বুঝতে পারলেন যে এটি অন্যান্য সাধারণ ঋণের চেয়ে ভিন্ন ঋণ। ঋণ পাওয়ার আগে কারখানার পরিবেশ উন্নত করতে তাকে অঙ্গীকারনামায় স্বার করতে হয়েছিল। এই প্রথম ঋণ গ্রহণ কালে তিনি কারখানার পরিবেশের উন্নতির বিষয়ে যে তাকে কিছু কাজ করতে হবে সে বিষয়ে জানলেন। তাকে টেকসই পরিবেশগত অনুশীলন এবং নিরাপত্তার নিয়মাবলীর নিরাপত্তার নিয়মাবলীর প্রশিণে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তাঁত কারখানা পরিচালনার কারণে পরিবেশ দূষণের নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে জানলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের সময় প্রায় শেষ। নতুন প্রজন্মকে ব্যবসায় নতুন ধারণা বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করতে হবে। তিনি তার ছেলে ওসমান গণিকে এনডিপি এসইপি দলের সাথে যুক্ত করলেন। ওসমানী গণি খুবই তরুণ, উদ্যমী এবং ইতিবাচক মানসিকতার উদ্যোক্তা। তিনি এনডিপি এসইপি-তাঁত ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত সকল প্রশিণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তার বাবার কারখানায়, অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী তার বাবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমস্ত পরিবেশগত অনুশীলন নিশ্চিত করেছিলেন। হঠাৎ করেই, তার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এবং তিনি খুব সহজেই অগ্নি নির্বাপনে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ তার কারখানায় সমস্ত অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি এনডিপি এসইপি-তাঁতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাকে প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদানের জন্য আমি এনডিপি এসইপি-তাঁতের কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।" তিনি আরও বলেন, এনডিপি এসইপি-তাঁতের পরামর্শ অনুযায়ী আমি কারখানায় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, পানি, বালি ও মাটি রাখি এবং আমার কারখানায় আগুন লাগলে আমি এসব ব্যবহার করি।

ওসমান গণি ন্যাচারাল ডাইং, হিসাব রণাবেণ ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন, পণ্যের সার্টিফিকেশন, ব্যবসায়িক সার্টিফিকেশন, প্রিমিয়াম মার্কেটে প্রবেশ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিণে অংশগ্রহণ করেন। সকল প্রশিণে অংশগ্রহণ করে ওসমান গণি এখন তার বাবার কারখানা ও ব্যবসা স্মার্টভাবে পরিচালনা করতে সম হয়েছেন। ওসমান তার পণ্যের মান উন্নত করেছে। তিনি ফেস বুক পেজ বাহারি প্রিমিয়াম গামছা (https://fb.watch/nQp8iwWW1Z/?mibextid=Nif5oz) এর মাধ্যমে তার ব্যবসার প্রচার করে প্রাকৃতিক রঙের গামছাা (তাঁতে তৈরি তোয়ালে) তৈরি করছেন। তিনি তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। প্রথাগত হাটের পরিবর্তে এখন তিনি ই-বসন এবং অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মে তার পণ্য বিক্রি করছেন। প্রায়ই তার বাবা তাদের পণ্য কম দামে বা বাকীতে বিক্রি করতে বাধ্য হতেন। সেই দিন এখন শেষ হয়েছে। এখন প্রিপেইড পেমেন্ট নিয়ে ওসমান তার পণ্য বিক্রি করছেন। ওসমান বলেন, আমরা গতানুগতিক ব্যবসায় অভ্যস্ত ছিলাম কিন্তু এখন ব্যবসার ইনস এবং আউট জেনেই ব্যবসা পরিচালনা করি। তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন যে এখন আমার চোখ খুলে গেছে। তিনি আরও বলেন যে এনডিপি এসইপি-লুম, কারখানার পরিবেশ এবং ব্যবসার টেকসহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রশিণ প্রদান করেছে। তিনি অত্যন্ত আশাবাদী যে প্রশিণ থেকে অর্জিত সমস্ত জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে তার নিজের তৈরি ব্র্যান্ড বাহারি প্রিমিয়াম গামছা একদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে তিনি তার বাবার ব্যবসাকে অফলাইন থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করেছেন এবং তারা এখন এর সুফল পাচ্ছেন।

## দূষণ থেকে সুরক্ষা: যে ভাবে এনডিপির এসইপি-তাঁত প্রকল্প সিরাজগঞ্জের ডাইং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়ে এলো পরিবর্তন

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) কর্তৃক সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দা ও বেলকুচি উপজেলায় সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁত কাস্টারের তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুতর সমস্যা, যেখানে ২৭৫টি ডাইং ইউনিটের প্রতিটি ইউনিটপ্রতিদিন ১,০০০ লিটার তরল বর্জ্য উৎপন্ন করে। এ সমস্ত তরল বর্জ্য কোন রকম সতর্কতা ও দূষণ প্রতিরোধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াই নিয়মিত ডাইং ইউনিট সংলগ্ন জলাশয় বা খোলা জায়গায় ফেলা হয়। যা ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে, যার ফলে গর্ভবতী মা এবং নবজাতকদের মধ্যে পানি বাহিত রোগের সংক্রমণ হয়।



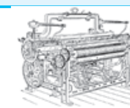

দূষণ প্রতিরোধের একমাত্র সমাধান হচ্ছে ইটিপি স্থাপন। কিন্তু ডাইং ইউনিটের অবকাঠামো এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সমতার কারণে, ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) স্থাপন বাস্তব সম্মত নয়। এনডিপি ম্যানেজমেন্টের সহায়তায়, প্রজেক্ট ম্যানেজার আশরাফুজ্জামান ১.৫ বছর ধরে একটি টেকসই ডাইং ওয়েস্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য শ্রম দেন। ইটিপি স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাকুয়াটিক এন্টারপ্রাইজের সহায়তায় সহায়তায় এ অঞ্চলের তাঁতীদের উপযোগী স্বল্প খরচের একটি মিনি ইটিপি'র ডিজাইন তৈরি করা হয়। এনডিপি এসইপি-লুম মিনি ইটিপি তৈরির জন্য পাঁচ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে বেছে নেয়। যদিও মিনি ইটিপি তবুও সক্ষমতার ভিত্তিতে এ ইটিপি স্থাপনে ৭ লক্ষ টাকা থেকে ১৮ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। অনেক বোঝানোর পর, তামাই গ্রামের ডাইং ইউনিটের মালিক জনাব আনোয়ার মিনি ইটিপি স্থাপন করতে সম্মত হন। বেলকুচি ইউএনও অফিসে একটি আয়োজিত আয়োজিত কর্মশালায় মিনি ইটিপি সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করা হয়। কর্মশালার প্রধান অতিথি, বেলকুচি উপজেলা ইউএনও মহোদয় জনাব আনিসুর রহমান, এনডিপি এসইপি-লুম ইউনিটের মিনি-ইটিপি'র ধারণার প্রশংসা করেন এবং এর সাফল্য কামনা করেন। এনডিপি ক্রেডিট সাপোর্ট প্রোগ্রাম (সিএসপি) এর অর্থায়নে, জনাব আনোয়ারের ডাইং ইউনিটে ৭ লাখ টাকার বেশি ব্যয় করে প্রথমবারের মতো একটি মিনি ইটিপি স্থাপন করা হয়। মিনি ইটিপির প্রথম সফল ইনস্টলেশন এবং ট্রায়াল তাঁত কাস্টারের ডাইং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। ডাইং ইউনিট সংলগ্ন ডোবার পরিবেশ ও প্রতিবেশে এনেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রতিবেশীর সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত কমে গেছে। প্রথমবারের মতো স্থাপিত মিনি-ইটিপি'র সফলতায় আরও তিন জন উদ্যোক্ত মিনি-ইটিপি স্থাপন করছেন। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এসইপি-তাঁত প্রকল্প কর্তৃক উদ্ভাবিত মিনি-ইটিপি তাঁত অধ্যুষিত সিরাজগঞ্জ জেলার পরিবেশ দূষণ কমাতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। যার ফলে এ অঞ্চলের তাঁতী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নির্মল পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

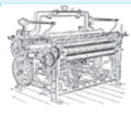

# তৌহিদ একজন তরুণ উদ্যোক্তা : তার গ্রামের তাঁত উদ্যোক্তাদের আশা ও আকাঙ্খার প্রতীক

২২ বছর বয়সী তৌহিদ আব্দুল লতিফের ছেলে। সে একজন বিবিএ ছাত্র এবং তার বাবার কারখানা দেখাশোনা করে। তার বাবা আব্দুল লতিফ তাদের ব্যবসা পরিচালনায় অনেক কষ্ট করছিলেন। তার বাবা মূলত তাদের কারখানায় শাড়ি উৎপাদন করেন। শাড়ির ডিজাইন খুবই সাধারণ এই জন্য মানুষ তাদের পণ্য ন্যায্য মূল্যে কিনতে তেমন আগ্রহ দেখায় না। প্রায়ই তারা কম দামে তাদের পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের ব্যবসার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। তৌহিদ ছাত্র হলেও বাবার ব্যবসা নিয়ে অনেক চিন্তা করেন। তিনি ল্য করেন যে তার গ্রামের অধিকাংশ তাঁতি একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি তাদের ব্যবসার অবস্থার উন্নতির কথা ভাবছিলেন কিন্তু কোনো সমাধান পাননি। তার গ্রামে এনডিপি এসইপি-তাঁত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় তিনি এসইপি-তাঁত সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি প্রকল্প দলের সাথে যোগাযোগ করেন এবং এসইপি কার্যক্রমের কার্যক্রমের সাথে জড়িত হওয়ার আগ্রহ দেখান। এসইপি টিম তাকে এসইপি-এর সদস্য হওয়ার পরামর্শ দেয়। পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সায়েদাবাদ শাখার সদস্য হন। সদস্যপদ পাওয়ার পর তাকে এসইপি'র বিভিন্ন প্রশিণে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রশিন সেশনে তিনি বুঝতে পারলেন যে বৈচিত্র্যময় চাহিদা সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে তাদের কোন দতা নেই। ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রির জন্য তাদের কোনো ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও কাঁচামালের বিকল্প উৎস ও বিকল্প বাজার নেই। এসইপির পরামর্শ অনুসারে তিনি তার বাবার সাথে তাদের ব্যবসা পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করার জন্য আলোচনা করেন। প্রথমে তার বাবা তার কথায় কোন পাত্তা দেননি। কিন্তু তিনি কখনোই হতাশ হন না। তিনি দ্রুত এসইপি টিমের সাথে যোগাযোগ করেন এবং এসইপি টিম কালক্ষেপণ না করে তাদের কারখানা পরিদর্শন করেন। এসইপি টিম তার বাবাকে তার ছেলের কথায় মনোযোগ দেওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। মেশিন পরিবর্তন ও রণাবেণের প্রশিণ পাওয়ার পর তিনি তার পিতার সাথে বৈচিত্র্যময় পণ্যের জন্য একটি পাওয়ার লুম মেশিন পরিবর্তন করার জন্য আলোচনা করেন। কিন্তু তার বাবা তাতে রাজি হননি। এসইপি টিম তাকে মেশিন ভাড়ার ভিত্তিতে পরিবর্তন করার পরামর্শ দেয়। তৌহিদ একটি মেশিন ভাড়া নিয়ে বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করেন। এরপর তিনি এনডিপি এসইপি-তাঁত থেকে ন্যাচারাল ডাইং এবং পণ্য বৈচিত্র্যের উপর প্রশিণ নেন। তিনি শাড়ির পরিবর্তে প্রাকৃতিক রং করা তোয়ালে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন।



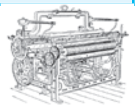

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধারণা তাকে অনেক আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তিনি বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন করার জন্য সীমিত ঝুঁকি গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে এসইপি-লুম ছাড়া সবাই তাকে এ ধরনের ঝুঁকি নিতে নিরুৎসাহিত করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে পাগল ভাবত। কিন্তু এসইপি-লুমের উৎসাহ এবং প্রশিণ থেকে অর্জিত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তার কাঙ্খিত পণ্য উৎপাদন শুরু করেন। তিনি যখন তার উৎপাদন শেষ করেন তখন সবাই তার পণ্যের গুণগতমানের প্রশংসা করেন। তিনি একদিনেই তার উৎপাদিত সকল প্রাকৃতিক রং করা তোয়ালে বিক্রি করেন। তার এ সফলতায় তার বাবা অবাক হয়ে গেলেন। তার বাবা তাকে বলেছিলেন যে তাকে তার পণ্য বিক্রি করতে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হবে। তিনি আশ্চর্য হলেন কীভাবে একদিনে পুরো পণ্য বিক্রি করা সম্ভব। তৌহিদ তখন তার বাবাকে বললো ঐতিহ্যবাহী পণ্য আর বৈচিত্র্যময় পণ্যের মধ্যে এটাই পার্থক্য। প্রথম বৈচিত্র্যময় পণ্যের সাফল্য পেয়ে তিনি নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনের কথা ভাবলেন। ০৪টি পাওয়ার লুম মেশিন ভাড়া করে পাঞ্জাবির কাপড়, আধুনিক ডিজাইনের লুঙ্গি বুনতে শুরু করেন। তৌহিদ তার আধুনিক ডিজাইনের লুঙ্গি প্রিমিয়াম মার্কেটে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করেন। তিনি একজন ক্রেতা পেয়েছিলেন যিনি তার লুঙ্গি ইন্দোনেশিয়ায় রপ্তানি করেন এবং তাকে একটি বড় অর্ডার দেন। এই ক্রেতা তাকে তার পণ্য উৎপাদন নিরবিচ্ছিন্ন করতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করেন। তার গ্রামে এটা একেবারেই নতুন ঘটনা। তার গ্রামের তাঁতিরা কখনই কল্পনা করেনি যে ক্রেতা তাদের পণ্য কেনার জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদান করবে। তৌহিদ এখন নিজস্ব ব্র্যান্ড তৌহিদ কটেজ তৈরি করে তার পণ্যের প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করছেন এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্ল্যাট ফর্মের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রা করছেন। এখন তার গ্রামের তাঁতিরা তাদের ব্যবসা পরিচালনার পরামর্শ নিতে তার কাছে আসে। তিনি তার বাবার ব্যবসায় নতুন জীবন প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এখন তিনি তার গ্রামের তাঁত উদ্যোক্তাদের আশা-আকঙ্খার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন।

## আত্ম উপলব্ধি থেকে দূষণ রোধে মিনি-ইটিপি স্থাপন

তাঁত কাস্টারে পরিবেশ রার জন্য তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। প্রকল্প এলাকায় প্রায় ২৭৫টি ডাইং ইউনিট রয়েছে যা থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রতিটি ডাইং ইউনিট থেকে ১০০০ লিটার তরল বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এত বিপুল পরিমানের তরল বর্জ্য কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নিয়ে সরাসরি কাছাকাছি জলাশয় বা খোলা জায়গায় ফেলা হয়। প্রকৃতিতে তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিবেশগত প্রভাব মারাত্মক। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের এই প্রচলিত খারাপ অভ্যাসের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে যার কারণে গর্ভবতী মা এবং নবজাতক শিশুরা তাঁত কাস্টারে বিভিন্ন পানি বাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বেলকুচি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মতে পানি দূষণের জন্য তামাই গ্রামে জেলার সর্বাধিক প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হয়। বিদ্যমান মারাত্মক পানিদূষণ সত্ত্বেও তাঁত কাস্টারে ডাইং সম্পর্কিত দূষণ রোধে কোনও কার্যকরী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা যায়নি। ইটিপি হল তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত সমাধান কিন্তু সিরাজগঞ্জের তাঁত কাস্টারে ডাইং ইউনিটের অবকাঠামো এবং ডাইং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সমতা বিবেচনায় তাদের ইটিপি স্থাপন করা সম্ভব নয়। ইউএনডিপি তামাই গ্রামের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ইটিপি স্থাপন করেছিল কিন্তু বিদ্যমান বিভিন্ন সামাজিক ও স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ইটিপি এখন পরিত্যক্ত অবস্থায়

আছে এবং কোনো ধরণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই পানি দূষণ অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যমান সকল বাধা-বিপত্তি বিবেচনা করে এনডিপি এসইপি-লুম ইউনিট এনডিপি ম্যানেজমেন্টের পূর্ণ সহায়তায় ডাইং এর তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি টেকসই সমাধান খুঁজছিল। দীর্ঘ দেড় বছরের চেষ্টার পর এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বিবেচনা করে মিনি-ইটিপি'র ধারণা প্রণয়ণ করা হয়। মিনি ইটিপি ধারণার বিকাশের সময় প্রকল্প ব্যবস্থাপক তাঁত কাস্টারে মিনি ইটিপি স্থাপনের জন্য আগ্রহী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বাছাইয়ের কাজ অব্যাহত থাকে। ৫ জন ডাইং ইউনিটের মালিককেপ্রাথমিকভাবে মিনি-ইটিপি স্থাপনের জন্য বাছাই করা হয়। সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার চন্দন গাঁতিগ্রামের বাসিন্দা, ডাইং ইউনিটের মালিক আশিষ কুমার চৌধুরী নিজ ডাইং ইউনিটের পরিবেশ দূষণ নিয়ে চিন্তিত ছিলের তিনি একজন শিতি, সচেতন উদ্যোক্ত। এসইপি টিম তার সাথে যোগাযোগ করে তার ডাইং ইউনিটের পরিবেশ দূষণ নিয়ে আলোচনা করলে তিনি একমত প্রকাশ করে বলেন যে তার ডাইং ইউনিটের কারণে পরিবেশ দিন দিন খারাপ হচ্ছে। তিনি ডাইং দূষণ থেকে রা পাওয়ার জন্য একটি কম খরচে কার্যকর ব্যবস্থা খুঁজছিলেন। এসইপি টিম তাকে পরিবেশ দূষণের নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে বোঝাতে সম হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছেন যে পানি দূষণের কারণে তিনি কখনও নিজের বাড়ির পানি পান করতে পারেন না। তিনি আরও বলেন, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা না নিলে আমাদের আগামী প্রজন্মেও উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এসইপি টিম তাকে তার ডাইং ইউনিটে একটি মিনি-ইটিপি স্থাপন করার পরামর্শ দেয় কস্ট শেয়ারিং এর মাধ্যমে। জনাব আশিস তার অভিভাবকের সাথে এনডিপি এসইপি-লুমের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। তার পরিবারের বড়রা তাদের ডাইং ইউনিটে মিনি-ইটিপি স্থাপনের জন্য সম্মতি দেন। জনাব আশিষ কয়েকবার তামাই গ্রামে হাজী আনোয়ার হোসেন মোল্লার মিনি-ইটিপি পরিদর্শন করেন যা সিরাজগঞ্জ তাঁত কাস্টারে প্রথম স্থাপন করা ইটিপি। ১ম ইটিপির সাফল্য পর্যবেণ করার পর তিনি তার ডাইং ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করতে সম্মত হন। আশিষ বলেন, পরিবেশ রার কথা সবারই ভাবা উচিত। তিনি বলেন, "যদিও মিনি-ইটিপি স্থাপন, পরিচালনা ও রণাবেণ ব্যয়বহুল কিন্তু আমাদের নিজেদের সুরার জন্য আমি আমার নিজস্ব ডাইং ইউনিটে মিনি-ইটিপি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

# ৬.০ মিডিয়া কাভারেজ

**এনডিপি, এসইপি (তাঁত)'র বিভিন্ন কর্মকান্ডের কিছু মিডিয়া কাভারেজ।**



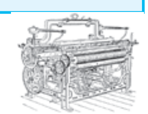

# ৭.০ ফটো গ্যালারি

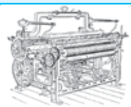

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমুহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প



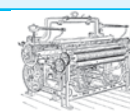

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমুহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমুহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমুহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প

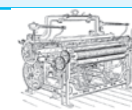

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমুহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প

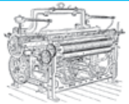

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমুহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প

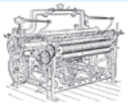

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমূহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প



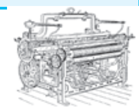

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমুহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যাসমুহ বিবেচনায় রেখে গুনগত মানসম্পন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী পোষাকের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্প